# ঘরের ছেলে নোবেল জয়ী ইউনুসকে ছুঁয়ে দেখতে কলকাতায় চাঁটগাবাসীর হুড়োহুড়ি

নিখিল পাল

সরকারি আমন্ত্রনে নয়, মোহাম্মদ ইউনুস ১১ ই ফেব্রুয়ারী কলকাতাতায় এসেছিলেন চট্টগ্রাম পরিষদেরই দেয়া সর্বপ্রথম সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। তাঁর জন্য কলকাতায় কী আবেগ ও উচ্ছাস যে অপেক্ষা করছিল , প্রথম বারের মত কলকাতায় পা দিয়েই তা প্রত্যক্ষ করলেন তিনি। বিমান বন্দরে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত তাঁকে স্বাগত জানান। ফুল ছুড়ে, মালা পরিয়ে তাঁকে সেখানে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর জন্য সংবর্ধনামঞ্চে যে কী অপেক্ষা করছে, সম্ভবত তখন তিনি তা আঁচই করতে পারেননি।

কলকাতার যাদবপুরের কাছে বিজয়গড়ে সংবর্ধনামঞ্চে প্রবীন ও নবীন চট্টলবাসীর সাথে চাটগাইয়া ভাষায় হাসিঠাট্টায় মেতে ওঠেন ইউনুস। গ্রামের কথা, ছেলেবেলার কথা, স্কুলের কথা, মাস্টারদার কথা, নোবেল জয়ের কথা বলতে বলতে তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে ওঠেন। শুরুতেই তিনি বলেন "অঁনারা গম আছননি ? আজিয়া এডে ঢুগিবার সমত ভিড়ের মধ্যে ফালাই দিয়ারে আঁরে ছুড়ি হুনি গড়ি ফালাইয়ে। অঁনারার সামনে আইজ কিছু কইত পাউম কিনা কইত ন ফারি। এই কইলকাতা শহরর ব্যাক ফুল ক্যান অঁনারা লই আইসউন। একখান গোডা প্লেন রিজার্ভ গড়ন ফড়িবো এই ফুল নিবার লাই। নিশ্চয়ই দওযাত দিয়ারে অঁনারারে কেউ ন আনে পরানর টানে অঁনারা বেগ্গুন চলি আইয়ারে অঁনারা যে আন্তরিক ভাবে মনর ভিতরতুন যে সম্বর্ধনা দিওন এইরকম বিরল সম্বর্ধনা আর কনকাইত ন পাই। অঁনারার কাছে আঁই খুব কৃতজ্ঞ।" [আপনারা সবাই ভালো আছেনতো? আজকে প্রবেশ করার সময় ভীড়ের মধ্যে দলিত-মথিত করে আমাকে আপনারা সবাই ছুরি মাছের শুটকি বানিয়ে ফেলেছেন। আপনাদের সামনে আজ কিছু বলতে পারবো কিনা আমি জানিনা। এই কোলকাতা শহরের সকল ফুল আজ নিয়ে এসেছেন। এই ফুলগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাকে একটি প্লেন রিজার্ভ করতে হবে। আপনাদেরকে নিশ্চয় আজ কেউ দাওয়াত দিয়ে এখানে আনেনি, আপনারা অন্তরের

টানেই সবাই আমাকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্যে এখানে ছুটে এসেছেন। এধরনের বিরল ভালোবাসা আমি সত্যি কোথাও পাইনি। আপনাদের কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ।] করতালিতে ফেটে পরে বিজয়গড়ের প্রেক্ষাগৃহ নিরঞ্জন সদন। পরে শুদ্ধ বাংলায় তিনি বলেন –

'সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়ত ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্যে শুধু সার্কভুক্ত দেমগুলোর মধ্যে নিজস্ব পাসপোর্ট তৈরীর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মনোমোহন সিংহ কে অনুরোধ করেছেন। তিনি মনে করেন এভাবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক কাজকর্মে গতি আসবে। গরিব মানুষের মঙ্গল হবে। তাঁর কথায়, গরিব মানুষকে নিজের ভাগ্য পারবর্তনের সুযোগ করে দিলে অসাধ্য সাধন করতে পারেন। বাংলাদেশের গ্রামীন ব্যাংক তা প্রমান করেছে। হতদরিদ্র বলে পরিচিত বাংলাদেশে গ্রামীন ব্যাংক যে ভাবে কাজে নেমেছে, তাতে অদুর ভবিষ্যতে দারিদ্র কথাটি জাদুঘরে স্থান পাবে। সারা পৃথিবীতে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমেই আর্থিক মুক্তি ঘটতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।'

তাকে দেখতে মানুষের ঢল নামে বিজয়গড়ে। উপস্থিত সবাই তাঁকে একবার প্রণাম করতে চান। ছুঁয়ে দেখতে চান। বিশাল পুলিশ বাহিনী ও সেচ্ছাসেবকদের হাত থেকে নিয়ন্ত্রনের রাশ চলে যায় জনতার হাতে। এমনিতে বিমানের পৌছাতে দেরী তার উপর জনতার ঢল সব মিলিয়ে প্রায় নির্ধরিত সময়ের তিন ঘন্টা দেরীতে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়।

নিখিল পাল, কোলকাতা, ১৭/০২/২০০৭